যুগান্তর

তারিখ 27 APR 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষা খাতের দুর্নীতি

শিক্ষা খাতে যাবতীয় অনাচার, অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করিতে না পারিলে দেশ ও
ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশনের চেয়ারম্যান, তত্ত্বাবধায়ক সরকা
সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলিয়াছেন, মূলত শিক্ষা খাতের দুর্নীতি দে
সকল খাতে দুর্নীতি ছড়াইতেছে। শুক্রবার গ্রামীণ নাগরিক ফেডারেশন ও স্পেশাল
নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, উচ্চশিক্ষার সমস্যা ও জাতীয় উন্নয়নে
উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ
বলেন। বর্তমানে শিক্ষার দুরবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে গিয়া তিনি আরও বলিয়া
অন্যান্য খাতের দুর্নীতি পাঁচ-সাত বৎসরে দূর করা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষা খাতের দুর্নী
দায়ভাগ বহন করিতে হয় কয়েক প্রজন্মকে। শুধু দুষ্টের দমনের মাধ্যমে শিক্ষা খাত
দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব নহে। কেননা শিক্ষাকে চূড়ান্ত পরিণামে অবতীর্ণ হইতে হয়
নৈতিকতার ভূমিকায়। শিক্ষা খাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিতে না পারিলে নৈতিক
মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হইবে না। উহার জন্য আয়কর আদায়সহ স্বল্প
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাহা কিছু করা আবশ্যক, সকলই করিতে হইবে সর
স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের মতো ছোট ও গরিব দেশে মানবসম্পদ ব্যতিরে
উল্লেখযোগ্য সম্পদ নাই। অতঃপর মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নাই
এই যে, মানবসম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশে দুর্নীতি ও অনিয়ম অন্যতম প্রতিবন্ধক হ
দাঁড়াইয়াছে। দুর্নীতি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের যাবতীয় ভালোমন্দ, দোষ-গুণ, ন্যায়-
বিচার-বিবেচনা,করিবার ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। সুশিক্ষা এবং সুশিক্ষার মা
এইগুলিকে অপসারিত করিয়া নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে
মানবসম্পদের উন্নয়ন সম্ভব নহে। শিক্ষা খাতের এবংবিধ অব্যবস্থাপনা ও দুরাচার
সরকারসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে একেবারেই অবহিত নহে, এমন কথা বলা যাইবে
সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ হইতে একটি প্রজ্ঞাপন জারির চিন্তাভাবনা করা হ
যাহার মাধ্যমে একজন সরকারি কর্মকর্তা একই সঙ্গে পাঁচটির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
সভাপতি হইতে পারিবেন না। তাহাদের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর অন্য কোন কর্মকর্
স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সভাপতি হইতে পারিবেন। দেশের বেসরকারি স্কুল, কে
মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় একশ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার ব্যাপক হ
দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই বিধান করিতে যাইতেছে।
বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের প
জারি করা হইবে প্রজ্ঞাপন আকারে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইতিপূর্বে ১৯৭৭ ও
সালে জারিকৃত ও সংশোধিত আইনের আলোকে বর্তমানে ডিসি, টিএনওসহ বিভি
পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন বেসরকারি কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি
বিদ্যালয়ের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন পদাধিকার বলে। সরকারি
পরিপত্রের অপব্যাখ্যা দিয়া কেহ কেহ এমনকি একই সঙ্গে ৪০টি হইতে ৭০টি পর্য
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বনিয়া যান। গত বৎসর ঢাকার একজন সাবেক এডিসি একা
৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন প্রজ্ঞাপনের জোরে
বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের আমলেও উহার যথেচ্ছ অপব্যবহার হইতে দেখা গি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দলীয়করণ, যথেচ্ছ ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রবেশাধি
উক্ত আমলেই। যাহা হউক বর্তমানেও যে পরিস্থিতির ইতরবিশেষ উন্নতি হইয়াছে
যাইবে না। একজন সরকারি আমলা, তিনি যতই মেধাবী ও ক্ষমতাবান হউন না
তাহার একার পক্ষে ৪০-৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেখভাল করা সম্ভব নহে কোন
নূতন প্রজ্ঞাপনটি জারি হইলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা হইলেও নিয়ম-শৃংখলা ফিরিয়া
বলিয়া প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তবে উহাই যথেষ্ট নহে বলিয়া আমরা মনে ক
ক্ষেত্রে যাবতীয় অনাচার, অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করিতে চাহিলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন
মান উন্নত করা। শিক্ষাকে একমুখী, সমন্বিত, আধুনিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে চ
মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। ভালোমানে
সুশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজনে গঠন করা যাইতে পারে শিক্ষক নিয়োগ কমিশন।
বিশ্বের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে চাহিলে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক একটি
ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে। সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মহল এই বি